দৈনিক ইত্তেফাক

282

তারিখ ... AUG 09 1999 ...
পৃঃ ৪ ... কলাম ৬ ...

জগন্নাথ কলেজে ক্যাডারদের তান্ডব

গত ১৪/৫/৯৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় ছাত্র ভর্তিতে ক্যাডারদের তান্ডব শীর্ষক লোমহর্ষক প্রতিবেদন পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। আরও ব্যথিত হইয়াছি পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে প্রকাশ্য দিবালোকে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকবৃন্দকে সরকারী, বিরোধী দলীয় ঐক্যবদ্ধ ক্যাডার কর্তৃক চরমভাবে লাঞ্ছিত করার পরও প্রশাসনের সেই একই ধারার নির্লিপ্ততায়। এমনকি কোন রাজনৈতিক দল এমন জঘন্য তান্ডব-লীলার অন্তত নিন্দা জানাইল না। অথচ বক্তৃতায় মঞ্চে আমরা সন্ত্রাস বিরোধী কত কঠোর ও সুন্দর সুন্দর ভাষণ প্রায়শঃই শুনিয়া থাকি। উক্ত প্রতিবেদনে ক্যাডারদের সম্পর্কে আরও অভিনব চাঞ্চল্যকর তথ্যাবলী জানা গেল। সবচাইতে চাঞ্চল্যকর হইল, ক্যাডাররা টাকার বিনিময়ে তাহাদের প্রক্সিম্যান দ্বারা পরীক্ষা দিয়া যে কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষা পাসের নিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ফলে যে সব সরকারী প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতিতে ডিগ্রীর ভূমিকা অন্যতম, সে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রার্থীরা অনায়াসেই জগন্নাথ কলেজ হইতে উক্ত ক্যাডারদের মাধ্যমে বি,এ,এম,এ, পাসের সার্টিফিকেট এযাবৎ পাইয়াছেন। বিশেষভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে প্রয়োজনীয় ডিগ্রীর সার্টিফিকেট থাকিলেই প্রতি তিন বৎসর অন্তর পদোন্নতি পাইয়া কেরানী, ক্যাশিয়ার, টাইপিষ্ট, টেলিফোন অপারেটর, গুদাম রক্ষক পর্যন্ত এজিএম/ ডিজিএম হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। অতএব এই সব প্রতিষ্ঠানে ঐ রূপ ব্যক্তিদের পরীক্ষার দিনগুলিতে ছুটি ছিল কিনা, অথবা পরীক্ষার খাতায় লেখার সহিত তাহাদের হাতের লেখা মিলাইয়া দেখিলেই প্রকৃত ঘটনা অবশ্যই ধরা পড়িবে। জাতির ও দেশের স্বার্থেই এই উদ্যোগ নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। পরিশেষে জগন্নাথ কলেজের উক্ত ঘটনায় জড়িতদের উচিত শাস্তির দাবী জানাইতেছি।

এসএএম রফিকুজ্জামান,
১৯৮, মনেশ্বর রোড,
জিগাতলা, ঢাকা।